

সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়



বোর্ড পরীক্ষার প্রণোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ ফরিদ মিয়ার আর্থিক অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল না। তিনি জমি বিক্রি করে তার দুই ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠালেন। এখন তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক। সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

[সকল বোর্ড-২০১৫]

- ক. লোকরীতি কী? ১
- খ. ‘সামাজিক স্তরবিন্যাস সর্বজনীন’— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের ফরিদ মিয়ার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন কোন ধরনের সামাজিক গতিশীলতাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে”— আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক লোকরীতি হচ্ছে সমাজের আদর্শ বা মানসম্মত আচরণ যা সমাজের সদস্যদের জন্য অবশ্য পালনীয়।

খ অমার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শ্রেণিহীন সমাজ কল্পনামাত্র। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো চিরন্তন ও সর্বজনীন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনো সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না, যা পরিপূর্ণভাবে সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজজীবনের সূচনা থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের উদ্ভব ঘটেছে এবং কখনো অবলুপ্ত হয়নি। স্তরবিন্যাসকে বাস্তবে কখনো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কালের বিবর্তনের ধারায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু স্তরবিন্যাস কখনো বিলুপ্ত হয়নি।

গ উদ্দীপকের ফরিদ মিয়ার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতাকে নির্দেশ করে।

কর্মক্ষেত্রে পেশা প্রভৃতি পরিবর্তনের ফলে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তবে তাকে উল্লম্ব গতিশীলতা বলে। উল্লম্ব গতিশীলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য একটি সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। উল্লম্ব গতিশীলতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

যথা— উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা ও অধোমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা। সামাজিক গতিশীলতার ফলে যদি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটে, তবে তাকে উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা বলে। আর সামাজিক গতিশীলতার ফলে যদি সামাজিক মর্যাদার অবনতি ঘটে, তখন তাকে অধোমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা বলে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, ফরিদ মিয়ার আর্থিক অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল না। তিনি জমি বিক্রি করে তার দুই ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠালেন। এখন তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক। সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ফরিদ মিয়ার ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত সামাজিক প্রত্যয় হচ্ছে উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা। এ ধরনের গতিশীলতার ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব গতিশীলতা দ্বারা সমাজের ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসে। এর ফলে তার আর্থিক অবস্থাও ভালো হয়। আর এসব গতিশীলতার পেছনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। কারণ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা গ্রহণ শেষে ব্যক্তি সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হয়। ফলে তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্মানজনক পেশায় কর্মরত থাকার কারণে ব্যক্তির আর্থিক উন্নতিও সাধিত হয়। এই অর্থ-সম্পত্তিও সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। শিক্ষার কারণে মানুষ সমাজে সম্মান লাভ করে। সমাজের সাধারণ ব্যক্তির সঠিক পরামর্শের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে যায়, যা শিক্ষিত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে সচেতন থাকার পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নে কাজ করেন। এ বিষয়টিও সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আমরা অনেক সময় দেখি, দরিদ্র বাবার সন্তান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের সামাজিক মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি বাবার মর্যাদারও পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের সামাজিক মর্যাদার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, উর্ধ্বমুখী উল্লম্ব সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রণোত্তর

প্রশ্ন ▶ ২ রূপপুর গ্রামে অনেক পেশাজীবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে দীর্ঘদিন থেকে। এই সম্প্রদায়গুলো গড়ে উঠেছে সহজাত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এবং সকলে সমজাতীয় জীবনযাপন করে থাকে।

◀ **শিখনফল-৫**

- ক. লোকরীতি কী? ১
- খ. প্রাথমিক দল ও সামাজিক দল বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সামাজিক প্রত্যয়টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্রত্যয়টির সাথে সমাজের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক লোকরীতি হচ্ছে সেইসব আদর্শ ও মানসম্পন্ন আচরণ যা সমাজের মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। ▲

খ দল বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সেই সমাবেশকে বোঝায় যা কোনো লক্ষ্য অর্জনে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সচেতনতা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সামাজিক দল হলো এমন কিছু ব্যক্তির সমষ্টি যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এবং যারা প্রত্যেকে দল ও তার প্রতীকী রূপ সম্পর্কে সচেতন। অন্য কথায়, সব সামাজিক দলেরই অন্তত একটি কাঠামো সংগঠন এবং সদস্যদের চেতনায় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। সদস্যদের সবার স্বার্থ বা উদ্দেশ্য একইরকম থাকে যা চরিতার্থ করতে তারা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে।

যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা নিবিড় ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে প্রাথমিক দল বলে। যেমন-পরিবার, খেলার সাথীদের দল, পাড়া ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক প্রত্যয়টি হচ্ছে সম্প্রদায়। ▲
নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর সুসংহত জীবনযাপন সূত্রে সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়। যখন কোনো গোষ্ঠীর সদস্যরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে যে তারা কতিপয় বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে বরং একটি সাধারণ জীবনযাত্রার অংশীদার হয় তখন তাকে সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করা যায়। সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর আওতায় ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে এবং সে যে ভৌগোলিক এলাকার বাসিন্দা ঐ এলাকার জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত হন। সম্প্রদায়ের জন্য জনসংখ্যা অপরিহার্য। জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করেই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ স্বার্থ। সাধারণ কতগুলো স্বার্থকে কেন্দ্র করেই সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কতিপয় অনুভূতি ও মনোভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে কোনো লোক তার সামগ্রিক জীবনযাপনের সুযোগ পান। কতিপয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্প্রদায়ের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকের রূপপুর গ্রামে অনেক পেশাজীবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে দীর্ঘদিন থেকে। এই সম্প্রদায় গড়ে ওঠে সহজাত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এবং সকলে সমজাতীয় জীবনযাপন করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রূপপুর গ্রামে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এই সম্প্রদায়ের রয়েছে বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ঘ উদ্দীপকের প্রত্যয়টি অর্থাৎ সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যকার পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো-

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল। পক্ষান্তরে সম্প্রদায় নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ জীবনযাত্রায় অংশীদারী জনগোষ্ঠী। সমাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকা থাকা অপরিহার্য নয়। সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বসবাসের নির্দিষ্ট অঞ্চল থাকা জরুরি। সমাজ হলো বিমূর্ত। পক্ষান্তরে সম্প্রদায় অনেক খানি মূর্ত। সমাজের ক্ষেত্রে 'সম্প্রদায়গত চেতনা অথবা আমরাবোধ' বিদ্যমান থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। অন্যদিকে, সম্প্রদায়গত চেতনা ছাড়া সম্প্রদায় সম্ভব নয়। সমাজ অপেক্ষাকৃত বড়। পক্ষান্তরে সম্প্রদায় আকারে ছোট। সমাজে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা উভয়ই বিদ্যমান। সম্প্রদায়ে বিভিন্নতার চেয়ে অভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ হলো সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী ধাপ। সম্প্রদায় হলো সমাজের পরবর্তী ধাপ। সমাজ হলো একটি সামগ্রিক বিষয়। সম্প্রদায় হলো তার অংশ বিশেষ।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ মাটি কোমরা গ্রামের একপ্রান্তে তাঁতি সম্প্রদায়ের বসবাস। তাঁত শিল্প তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা। এ গ্রামের তাঁতিদের বোনা কাপড় শহরে ফ্যাশন সচেতন মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইদানিং কিছু বহিরাগত মহাজনের আনাগোনা লক্ষ করে তারা এ ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছে যে, যেভাবেই হোক তারা তাদের জীবন-জীবিকায় অন্যকে হস্তক্ষেপ করতে দিবে না।

◀ **শিখনফল-৫**

- ক. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১
- খ. জেভার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'সম্প্রদায়গত মানসিকতা সম্প্রদায়ের মৌলভিত্তি'—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উপাদান চারটি।

খ জেভার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকবোধ হচ্ছে

জেভার যা স্থান কালভেদে পরিবর্তিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে, সে কী রকম আচার-আচরণ করবে, আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা কার কী রকম হবে তা প্রকাশ করে জেভার। এ ছাড়াও জেভার সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী তা নির্ধারণ করে।

গ উদ্দীপকে সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি বোধের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর সুসংহত জীবনযাপন সূত্রে সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়। যখন কোনো ছোট বা বড় গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে, তারা কোনো বিশেষ স্বার্থে অংশগ্রহণ না করে এক সাধারণ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করে তখন সে গোষ্ঠী সম্প্রদায় বলে। সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিবোধ।

উদ্দীপকের মাটি কোমরা গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিবোধ লক্ষ করা যায়। তাঁতি সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা তাত শিল্প। গ্রামে বহিরাগত মহাজনের আনাগোনা লক্ষ করে তাঁতীরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের জীবিকায় অন্যকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না, তাঁতী সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সংহতিবোধের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ সম্প্রদায়গত মানসিকতা সম্প্রদায়ের মৌলভিত্তি।

সম্প্রদায়গত মানসিকতা বলতে একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আচার-আচরণ ও ভাষাগত রীতি-নীতির সাদৃশ্যকে বোঝায়। সম্প্রদায়ে বসবাসরত ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে অধিক সচেতন থাকে। ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের ভিত্তি হিসেবে সম্প্রদায়গত মানসিকতার প্রতি গুরুত্বরূপ করেছে। সম্প্রদায়ে বসবাসরত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিবোধ থাকা আবশ্যিক। মূলত মানসিকভাবে একই ঐক্যমতে না পৌঁছালে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে না। তাই সম্প্রদায়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রদায়গত মানসিকতা থাকা অপরিহার্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাটি কোমরা গ্রামে তাঁতী সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা কাপড় বোনা। তাদের গ্রামের বহিরাগত মহাজনরা আসলে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যমতে পৌঁছায়। তাঁতীদের সংহতিবোধ সম্প্রদায়িক মানসিকতার লক্ষণ যা সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি।

তাই বলা যায় যে, সম্প্রদায়গত মানসিকতাই সম্প্রদায় গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন ▶ ৪ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র নিরব ও তার বন্ধুরা মিলে ঠিক করল যে, তারা ১০টি পথশিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে টিফিন দেবার ব্যবস্থা করবে। সেই লক্ষ্যে তারা ‘জাগরণ’ নামে একটি স্কুল চালু করল। সেখানে হিন্দু, মুসলিম সব ছাত্রই অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◀ শিখনফল-৫

ক. প্রথা কী?

১

খ. গৌণ দল বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের ‘জাগরণ’ নামক স্কুলের মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত প্রত্যয়টির সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতিই হচ্ছে প্রথা বা আচার।

খ যে দলের সদস্যদের মধ্যে অনেকটা আনুষ্ঠানিক নীতিমালা দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে গৌণ দল বলে।

এ দলের গড়ি বেশ বৃহৎ এবং এর উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত। এ দল প্রাথমিক দলের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে গৌণ দলের সদস্যরা একত্রিত হয়। গৌণ বা মাধ্যমিক দলের সদস্যদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হয় না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষ এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ সম্পর্ক বিরাজ করে।

গ ‘জাগরণ’ নামক স্কুলের মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সংঘ প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সংঘ বলতে সাধারণত একত্রিত হওয়াকে বোঝায়। মানুষ যখন এক বা একাধিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় এবং সমবেত প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য কিছু বিধি-বিধান মেনে চলে তখন তারা সংঘ গড়ে তুলেছে বলা যায়। বস্তুত সংঘের মাধ্যমে সমাজের সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস চালায়। আবার লক্ষ্য অর্জনের পর তারা সংগঠিত থাকতেও পারে কিংবা নাও থাকতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নিরব ও তার বন্ধুরা ১০ জন পথশিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে টিফিন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ‘জাগরণ’ নামে একটি স্কুল চালু করে। সেই স্কুলে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এখানে নিরব ও তার বন্ধুরা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয়েছে যা পাঠ্যবইয়ের সংঘ প্রত্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, ‘জাগরণ’ নামক স্কুলের মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সংঘ প্রত্যয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয়টি হলো সংঘ। সংঘের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

যেকোনো সংঘ সৃষ্টির জন্য জনগোষ্ঠীর অন্তিত্ব অপরিহার্য। অনুরূপভাবে সম্প্রদায়ের জন্যও জনগোষ্ঠী অপরিহার্য। জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করেই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। সংঘ হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য সমতা আছে এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা সমবেত হয়ে একটি সংগঠন সৃষ্টি করে। সম্প্রদায়ও কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। সংঘের কোনো নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা নেই। তেমনিভাবে সম্প্রদায়েরও কোনো নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা নেই।

সংঘের সদস্যবৃন্দের স্বার্থ একই প্রকার হয়। সেসব স্বার্থ বা উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে। সহযোগিতাই হলো সংঘের সবচেয়ে বড় শক্তি। তেমনিভাবে

একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পাশাপাশি বসবাস করতে গিয়ে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একাত্মতা গড়ে ওঠে। একই একাত্মতা বোধের মাধ্যমে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে। সংঘের একটি আপেক্ষিক স্থায়িত্ব থাকতে হবে। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মানুষ সংঘ গঠন করতে পারে না। অনুরূপভাবে সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব থাকা অপরিহার্য।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংঘ ও সম্প্রদায় পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ► ৫

‘ক’ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য	‘খ’ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য
সমাজজীবনের নিয়ন্ত্রক	উচ্চতর মাত্রার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয় না	ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়
পালনীয় রীতিনীতি	অবশ্য পালনীয় রীতিনীতি

◀ শিখনফল-৬

- প্রতিযোগ সচলতা কী? ১
- উচ্চস্তরের কাজ সম্পাদনের সামর্থ্যের অভাব সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি করে কেন? ২
- ‘খ’ ছকটি কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ‘ক’ ও ‘খ’ বিষয় দুটির তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

নেং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাগত ও সামাজিক সুবিধার জন্যে বিরামহীনভাবে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্টি গতিশীলতা হলো প্রতিযোগ সচলতা।

খ উচ্চস্তরে কাজ সম্পাদনের সামর্থ্যের অভাবে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণিতে সবসময় অবস্থান করা যায় না বলে সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায়, উচ্চস্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে নানা কারণে সংশ্লিষ্ট স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম বা সফল হয় না। এ রকম পরিস্থিতিতে তাদের সামাজিক মান-মর্যাদার হানি ঘটে এবং তারা সামাজিক গতিশীলতার নিম্নস্তরে নেমে আসে।

গ ‘খ’ ছকটি লোকরীতিকে নির্দেশ করছে।

লোকরীতি হচ্ছে সমাজের আদর্শ বা মানসম্পন্ন আচরণ যা সমাজের সদস্যদের জন্য পালনীয়। যে সমস্ত লোকরীতি সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এবং যেসব পালিত না হলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে সেসবকে অবশ্য পালনীয় লোকরীতি বলে। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি দু’ধরনের হতে পারে। যথা-১. ইতিবাচক অবশ্য পালনীয় লোকরীতি। এগুলো কী করতে হবে তা নির্দেশ করে। যেমন—দেশকে ভালোবাসা, বৃন্দ ও অসহায় মানুষদের যত্ন নেওয়া, দেশের কাজ করা ইত্যাদি। ২. নেতিবাচক অবশ্য পালনীয় লোকরীতি। এগুলো কী করতে হবে না তা নির্দেশ করে। যেমন—স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া, পরকীয়ায় না জড়ানো ইত্যাদি। ‘খ’

ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সমাজজীবনের নিয়ন্ত্রক, ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয় না, পালনীয় রীতিনীতি যা পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত লোকরীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, ‘খ’ ছকটি লোকরীতিতে নির্দেশ করছে।

ঘ ‘ক’ ছকে প্রদত্ত তথ্য দ্বারা লোকাচার এবং ‘খ’ ছকে প্রদত্ত তথ্য দ্বারা লোকরীতিকে বোঝানো হয়েছে। উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রত্যেক লোকাচারই কোনো এক মাত্রার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। লোকরীতি হচ্ছে উচ্চতর মাত্রার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। লোকাচার ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয় না। লোকরীতি ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। লোকাচার হচ্ছে পালনীয় রীতি। লোকরীতি হচ্ছে অবশ্য পালনীয় রীতিনীতি। লোকাচার হলো ব্যবহার বিধি। আর লোকরীতি ব্যবহার নিয়ন্ত্রক। সমাজে প্রচলিত সাধারণ প্রথা, শিক্ষাচার, আদব-কায়দা ইত্যাদি হলো লোকাচার। আর লোকরীতি নিয়মবিধি, ফ্যাশন, আইন ইত্যাদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। লোকাচারগুলো অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী প্রকৃতির। লোকরীতিগুলো অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লোকাচার ও লোকরীতির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ► ৬ হাফিজুর রহমান কৃষিকাজ এবং ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও এলাকার উন্নয়নের জন্যে নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মানসিকতার বলে এলাকাবাসী তার ওপর আস্থাশীল। এ জন্য বিচার-সালিশ হলেই এলাকাবাসী তাকে ডেকে আনে। তিনি তখন বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের লোকজনের সম্মতিতে সমস্যার সমাধান করেন।

◀ শিখনফল-১১

- সমাজবিজ্ঞানী জর্জ সিমেল আয়তনের ভিত্তিতে দলকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন? ১
- সমাজ উৎপত্তির সর্বপ্রাচীন মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। ২
- হাফিজুর রহমানের দৃঢ় মানসিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়ের প্রতিফলন সমাজজীবনে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- উদ্দীপকের বিচার প্রক্রিয়াটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানী জর্জ সিমেল আয়তনের ভিত্তিতে দলকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

খ সমাজ উৎপত্তির প্রাচীন মতবাদ হলো ঐশ্বরিক মতবাদ। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে সমাজ হলো ঐশ্বরিক সৃষ্টি। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী, প্রাণীহীন বস্তু যা কিছু আছে সবকিছু একমাত্র ঐশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মতো সমাজও ঐশ্বর সৃষ্টি করেছেন। কালক্রমে বিভিন্ন ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনায় বিকাশের ফলে এ মতবাদ অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়। ঐশ্বরিক মতবাদ যুক্তির বিচারে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

গ হাফিজুর রহমানের দৃঢ় মানসিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন।

ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ সমাজ নিয়ন্ত্রণে খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। সমাজের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব, আদর্শবাদী শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সমাজবন্ধ মানুষের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। ঐসব ব্যক্তিবর্গ ন্যায়নীতি ও আদর্শের প্রতীক। সমাজের লোকজন ভাবে ঐসব ব্যক্তিবর্গের প্রভাব যখন সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে তখন সমাজজীবন আরও শৃঙ্খলিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এ ধরনের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বা charismatic leader বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐসব ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কাছে এবং সমাজের অপরাপর ব্যক্তির কাছে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হাফিজুর রহমান অত্যন্ত দৃঢ় মানসিকতার সাথে নানামুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন বলে এলাকাবাসী তার ওপর আস্থাশীল। এ আস্থাশীল বলেই বিচার-সালিশ হলে এলাকাবাসী তাকে ডেকে আনে। হাফিজুর রহমানের এ দৃঢ় মানসিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। আর এ ব্যক্তিত্বের বিষয়টি সমাজজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ ব্যক্তিত্বের বিষয়টি রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, সমাজসেবী এদের প্রত্যেকের মাঝে ক্রিয়াশীল। আর এসব ব্যক্তিবর্গ সমাজজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ঘ উদ্দীপকের বিচার প্রক্রিয়াটি হলো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্পন্ন বিচার প্রক্রিয়া।

পঞ্চায়েত প্রথা একটি প্রাচীন অর্থাৎ অনেক পুরানো বিচারপদ্ধতি। পঞ্চায়েত গঠিত হতো গ্রামীণ চৌকিদার এবং কয়েকজন গণ্যমান্য গ্রামবাসীর সমন্বয়ে। বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রথা না থাকলেও গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা লোপ পায়নি। কোনো ব্যক্তির আচার-আচরণ আপত্তিকর বলে মনে হলে গ্রামের বয়স্ক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাবধান করে দেন বা উপযুক্ত পরামর্শ দানের মাধ্যমে ব্যক্তিটির চারিত্রিক সংশোধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রামে অনেক ধরনের গোলযোগ হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কোনো পরিবারের পারিবারিক বিষয়, সম্পত্তি বণ্টন ও উত্তরাধিকার, ঝগড়া বিবাদ, ছোটখাটো চুরি ইত্যাদি ঘটনাবলির শুনানি ও বিচার গ্রামীণ পঞ্চায়েত করে থাকে। কোনো কোনো গ্রামে আবার গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি থাকে। এসব দল বা সংঘ, গ্রাম ও সমাজের শান্তি ও সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা সর্বাধিক। পরিবারের কর্তা যেখানে ব্যর্থ, গ্রামীণ সম্প্রদায় সেখানে শক্ত হাতে কোনো বিপদগ্রামী ব্যক্তিকে সুপথে আনতে বা প্রয়োজনে সমাজচ্যুত করতে পারে। গ্রামীণ সমাজে আজও সামাজিকভাবে বয়কট হওয়ার ভয় বেশ প্রকট।

অতএব বলা চলে যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারব্যবস্থা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৭ রাজীব মিঞা 'ক' এলাকার সকল জমির মালিক। তাকে খাজনা প্রদানের শর্তে এলাকার সকল মানুষ তার জমি চাষ করে। সে খাজনার একাংশ সরকারকে দেয়।

◀ শিখনফল-২

- ক. কর্তৃত্ব কী? ১
- খ. সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা সমাজ বিকাশের কোন পর্যায়টিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সমাজব্যবস্থার পরে যে সমাজের উদ্ভব ঘটে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতা প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার।

খ সম্পত্তি হলো কোনো বিষয়ের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা। সম্পত্তির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

মালিকানা: সম্পত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মালিকানা। বস্তুত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমাজের স্বীকৃতির প্রয়োজন। স্থায়িত্ব: সম্পত্তির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর স্থায়িত্ব। বলা হয় সম্পত্তির দখল অস্থায়ী কিন্তু মালিকানা স্থায়ী। হস্তান্তর: সম্পত্তি ইচ্ছেমতো

হস্তান্তরের অধিকার মালিকের হাতে থাকে। সে ইচ্ছে মতো তার সম্পত্তি বিক্রি, দান কিংবা উইল করে দিতে পারে।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ শিল্প সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ► ৮ রোকন সোনাপুর গ্রামে বাস করে। এলাকার লোকদের সাথে রোকনের রয়েছে ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্যের সম্পর্ক। তাদের একটা নিজস্ব জীবন প্রণালী রয়েছে। সবাই একসাথে গ্রামের উন্নয়নে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চালায়।

◀ শিখনফল-৫

- ক. 'Civilization' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. লোকরীতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের গ্রামে সম্প্রদায়ের মৌলিক ভিত্তিগুলো বিদ্যমান— প্রমাণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের প্রত্যয়টির সাথে সমাজের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪



প্রশ্ন ▶ ১ তালুকদার পাড়ার মাতব্বর হলেন জনাব জহির হোসেন। তার এ পাড়ায় অনেক লোকের বসবাস। সবাই একই গোষ্ঠীর না হলেও তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। তাই পাড়ার কারও ঘরে খাবার না থাকলে অন্যরা সহায়তা করে। একবার মিঠুনদের বাড়িতে ডাকাত আসলে পাড়ার সবাই মিলে ডাকাতদের প্রতিহত করে। এভাবে সুখে-দুঃখে একত্রে বসবাসের মধ্য দিয়ে কাটে তালুকদার পাড়ার দিনকাল।

◀ *শিখনফল-১*

ক. সম্প্রদায় কী?

খ. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের তালুকদার পাড়ার মধ্যে সমাজের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তালুকদার পাড়ার মতো ঐক্যবন্ধতার কারণেই সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে— উক্তির সপক্ষে যুক্তি দাও।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্প্রদায় হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার মধ্যে সমজাতীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জনগোষ্ঠী পরস্পর সংহতি বোধের মাধ্যমে একত্রে বসবাস করে।

খ সংস্কৃতি বলতে মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালিকে বোঝায়। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি চর্চাকেই বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এ থেকে ভিন্ন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যা কিছু করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী ই বি টেইলর বলেন, “সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল ব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, শিল্প আইন, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি; এগুলো সমাজবাসী সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে থাকে।”

গ তালুকদার পাড়ার মধ্যে সমাজের সংঘবন্ধতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, সমভাবাপন্ন মনোভাব, বিভিন্ন স্তরভেদ ও গোষ্ঠীভেদ, বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, সাধারণ জীবনযাত্রা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

তালুকদার পাড়ায় অনেক লোকের বসবাস, যা সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংঘবন্ধতা নির্দেশ করছে। কারণ সংঘবন্ধ জনসমষ্টি ছাড়া সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। পাড়ার সকলে একই গোষ্ঠীভুক্ত নয়, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরভেদ ও গোষ্ঠীভেদ বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করছে। তালুকদার পাড়ার কারো ঘরে খাবার না থাকলে অন্যরা সহায়তা করে। যা সমাজের পারস্পরিক

নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। কারণ একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ সমাজে বসবাস করতে পারে না। পাড়ার মিঠুনদের বাড়িতে ডাকাত আসলে পাড়ার সবাই মিলে দল বেধে ডাকাতদের প্রতিহত করে। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সব রকম সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের মানুষ সব রকম বিশৃঙ্খলা রোধ করে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করতে চায়। এছাড়া তালুকদার পাড়ার সকলে সুখে-দুঃখে একত্রে বসবাস করে, যা সমাজের সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, তালুকদার পাড়ার লোকেরা পরিপূর্ণ একটি সমাজ গঠন করে পরস্পর সংঘবন্ধভাবে সুখী সমাজজীবন অতিবাহিত করছে। যা তাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

ঘ আমি মনে করি, তালুকদার পাড়ার মতো ঐক্যবন্ধতার কারণেই সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

ঐক্যবন্ধতা সমাজ গঠনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐক্যবন্ধতা ছাড়া সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। সমাজবন্ধ হয়ে মানুষ একে অপরের সাথে সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সমাজস্থ সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করা সমাজের মুখ্য কাজ। এককভাবে কারও পক্ষে ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। ঐক্যবন্ধ হয়ে সকলের প্রচেষ্টায় মানুষ ভালো কাজ করতে পারে। ঐক্যবন্ধতার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়ে ওঠে। ঐক্যবন্ধতা মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। ঐক্যবন্ধ হয়ে মানুষ সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে পারে। এ সকল কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটি সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তৈরি হয় যা তাদের সম্পর্কে সুন্দর করে তোলে। ঐক্যবন্ধতার কারণে মানুষ সমাজে বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে পারে। এর ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর সামাজিক পরিবেশ সমাজস্থ ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। মানুষ একা বাস করতে পারে না। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজন অন্যের সহযোগিতা। আর এ ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। মানুষ ঐক্যবন্ধভাবে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করে। এর ফলে তাদের জীবন হয়ে ওঠে সুখী ও সমৃদ্ধিময়। উন্নয়ন ঘটে সামাজিক সম্পর্কের।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, ঐক্যবন্ধতা ছাড়া কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সামাজিক এবং মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নে ঐক্যবন্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ► ২ জয়দেব তাঁত চালিয়ে জীবনধারণ করে। সে অন্য কোথাও তেমন একটা যায় না। তাঁতিদের সাথেই তার জীবন। তাদের পাশের গ্রামেই থাকে মোতাহার মাঝি। সে নদীতে মাছ ধরে মহাজনের আড়তে বিক্রি করে এবং অবসর সময় অন্যান্য জেলে শাহেদ, দিনার ও রাজুদের সাথে কাটিয়ে দেয়। **শিখনফল-৫ ও ৮**

- ক. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি? ১
- খ. প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের কোন মৌল প্রত্যয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো, জয়দেব, মোতাহার মাঝি এবং মহাজন সামাজিক স্তরবিন্যাসের একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত? মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন চারটি।

খ প্রতিষ্ঠানের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো-

১. প্রতিষ্ঠান মানবসমাজের সাংগঠনিক উপাদান;
২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য গড়ে ওঠে;
৩. প্রতিষ্ঠান সামাজিক লোকাচার ও লোকরীতিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে;
৪. মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়;
৫. প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে সামাজিক স্বীকৃতি থাকে।

গ উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের যে মৌল প্রত্যয়টি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো সম্প্রদায়।

সম্প্রদায় বলতে একটি অঞ্চলে বসবাসরত এমন একটি জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে নিজেদের একটি অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশীদার মনে করে। যাদের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি এক ও অভিন্ন।

উদ্দীপকে বর্ণিত জয়দেব তাঁত চালিয়ে জীবন ধারণ করে। সে অন্য কোথাও তেমন একটা যায় না। তাঁতিদের সাথেই তার জীবন। অর্থাৎ জয়দেব তাঁতি সম্প্রদায়ের লোক। তাই সে তাঁতিদের সাথেই জীবন কাটায়। অন্যদিকে, মোতাহার মাঝি নদীতে মাছ ধরে মহাজনের আড়তে বিক্রি করে এবং অবসর সময় অন্যান্য জেলেদের সাথে কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ মোতাহার মাঝির সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জেলেদের মিল থাকায় সে জেলে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সম্প্রদায় প্রত্যয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ না, আমি মনে করি, জয়দেব, মোতাহার মাঝি এবং মহাজন সামাজিক স্তরবিন্যাসের একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

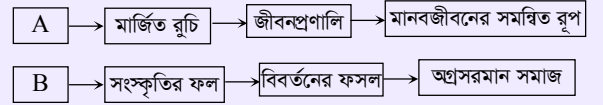
সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অসম অবস্থান। এ অবস্থানের এক পাশে উচ্চ শ্রেণি এবং অন্য পাশে নিম্ন শ্রেণি রয়েছে। সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেন, ‘উঁচু-নিচু শ্রেণির ক্রমানুসারে সংগঠিত জনসংখ্যার

মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস।’ এর অর্থ সমাজে উঁচু-নিচু সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। উঁচু-নিচু সামাজিক স্তরের ভিত্তি হলো সমাজের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অসম বন্টন। বর্তমানে বাংলার গ্রামগুলোতে চৌধুরী, মিয়া, ভূঁইয়া, কাজী, সৈয়দ, খান, খন্দকার, শেখ ইত্যাদি পদবীধারী শ্রেণি নিজেদের অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণি বলে মনে করে। অপরদিকে গ্রামের কৃষক, কামার, কুমার, মাঝি, মজুর এরা অনভিজাত বা নিম্ন শ্রেণি হিসেবে গণ্য হয়। আরও অনেক সামাজিক পদবী বা বংশ রয়েছে। যাদের মর্যাদা জনগণই নির্ধারণ করে দেয়। এটি আবার স্থান ভেদে পৃথক হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জয়দেব হলো তাঁতি এবং মোতাহার মাঝি হলো জেলে। অর্থাৎ তারা নিম্নশ্রেণিভুক্ত। অন্যদিকে, মহাজন উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, জয়দেব, মোতাহার মাঝি এবং মহাজন সামাজিক স্তরবিন্যাসের উচ্চশ্রেণিভুক্ত।

প্রশ্ন ► ৩ ছকচিত্রটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



শিখনফল-৩

- ক. Community শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সংঘ কাকে বলে? ২
- গ. উদ্দীপকের A ও B-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. A ও B-এর মাঝে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক Community শব্দের অর্থ হলো সম্প্রদায়।

খ সমাজের সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস চালালে তাকে সংঘ বলে।

সংঘ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ, মরিস জিসবার্গ, জিসবার্ট প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, সংঘ হচ্ছে গুপ্ত বা বৃহৎ এমনটি মানব সংগঠন, যা সুনির্দিষ্ট এবং অভিন্ন লক্ষ্য বা সুবিধা অর্জনের জন্য একত্রিত হয়। আবার লক্ষ্য অর্জনের পর তারা সংগঠিত থাকতেও পারে কিংবা নাও থাকতে পারে।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত ছকে A ও B দ্বারা মূলত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সংস্কৃতি হলো মানুষের মার্জিত আচরণবোধ। আমাদের জীবনের সব দিকগুলোই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। দু'জন ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া তার ফলে সৃষ্টি ও পরিবর্তিত যা কিছু তার সমগ্রতাই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সম্মিলিত রূপই হলো সংস্কৃতি। আর সভ্যতা হলো সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড় সাফল্য। সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকতর জটিল ও অগ্রগতির ফল যা বংশপরম্পরায় লাভ করা যায়।

অনেকের কাছে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমার্থক হলেও প্রচলিত ও প্রাত্যহিক কথাবার্তায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটো সাধারণত অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আসলে সংস্কৃতি হলো মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ বিষয় যা মনোগত আর সভ্যতা হলো বস্তুগত সৃষ্টিসম্ভার, যা নিত্যই বাহ্যিক বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমাজবিজ্ঞানের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়, যেগুলো একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীলও বটে। অর্থাৎ সভ্যতা হলো আমাদের যা আছে আর সংস্কৃতি হলো আমরা যা হয়েছি।

ঘ উদ্দীপকে A ও B শ্রেণি যথাক্রমে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণাকে উপস্থাপন করেছে। প্রত্যয় দুটোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কও বিদ্যমান।

মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন, ভাষা ও মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি এসব কিছুর সমষ্টি হলো সংস্কৃতি। আর মানুষ যখন তার কলাকৌশল ও নিজস্ব প্রচেষ্টার দ্বারা এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে একটি সামগ্রিক সমাজজীবন গড়ে তোলে তখন তার বাহ্যিক বস্তুগত প্রতিফলকে সভ্যতা বলে। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে, এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে এদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে যা এদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে আমাদের সাহায্য করে থাকে। এদের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, ‘Our culture is what we are, civilization is what we use or have’। সংস্কৃতি ও সভ্যতা উভয়ই মূলত মানুষের সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী তা সৃষ্টি বা বিভাজন করতে পারে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতা কোনো না কোনোভাবে সকল মানুষের মানসিক ও বৈষয়িক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

সংস্কৃতি হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় পক্ষান্তরে, সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সংস্কৃতি হলো অন্তঃস্থ, আর্থিক ও চূড়ান্ত কিন্তু সভ্যতা বাহ্যিক, যান্ত্রিক ও উপযোগিতামূলক। আবার কোনো জাতির সভ্যতার উপাদান সম্পদ সরাসরি গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে অপরের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল হলেও এদের মধ্যে আবার বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৪ করিমগঞ্জ জেলার সোহাগপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষই তাঁত বোনার কাজ করেন। এ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তাঁতি হওয়ায় এই গ্রামবাসী তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই এ সম্প্রদায়ের মানুষদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে উদয়ন, নবায়ন এবং আরও বিভিন্ন নামে স্থানীয় সংঘ গড়ে উঠেছে। এসব সংঘের মাধ্যমে উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অর্জিত হয়ে থাকে।

◀ *শিখনফল-৫*

ক. ‘সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ কাঠামোর উপাদান’—
উক্তিটি কার? ১

খ. সামাজিক আদর্শ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহাগপুর গ্রামের বাসিন্দাগণ স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে যা গড়ে তুলেছে সেটির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্যসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ কাঠামোর উপাদান’—
উক্তিটি সমাজবিজ্ঞানী বার্নসের।

খ সামাজিক আদর্শ বলতে সমাজের কাক্ষিত আদর্শকে বোঝায়। সমাজে মানুষ উন্নত জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনে সমাজ তথা সংস্কৃতি দ্বারা যে কাক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ, রীতিনীতির জন্ম দেয় এবং তা মেনে চলে তাকেই সামাজিক আদর্শ বলা হয়। সামাজিক আদর্শগুলো অপরিবর্তনীয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহাগপুর গ্রামের বাসিন্দাগণ নিজ স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সংঘ গড়ে তুলেছে। যখন কতিপয় ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ বা একত্রিত হয়ে কোনো উদ্দেশ্য পূরণকে সামনে রাখে তখন তা সংঘে পরিণত হয়। অর্থাৎ মানুষ সংগঠিত হয়েই সংঘের সৃষ্টি করে। সংঘগুলোর এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সংঘের সদস্যরা নিজেদের স্বার্থে উদ্দেশ্যগুলো স্থির করে। উদ্দেশ্যগুলো আবার সমজাতীয় হতে পারে। সম্মিলিত প্রয়াস হচ্ছে সংঘের সবচেয়ে বড় শক্তি। সংঘের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্যে সদস্যরা পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। যেহেতু সংঘ একটি উদ্দেশ্য অর্জনকারী গোষ্ঠী এবং যেহেতু এর সদস্যরা বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, স্তর হতে আসে। এজন্য সংঘ বা সমিতির কতকগুলো সাধারণ নিয়ম, রীতিনীতি এবং বিধিবিধান তথা গঠনতন্ত্র থাকে। সংঘের সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি থাকে। কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্যে নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংঘের কিছু আলাদা, স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঘ সোহাগপুর গ্রামে সম্প্রদায় ও সংঘ উভয়টি বিদ্যমান। সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি এলাকা যেখানে সদস্যরা সংহতিবোধ অনুভব করে এবং তারা সমজাতীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সংগঠিত দলই হচ্ছে সংঘ।

সম্প্রদায় সংগঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে অবলম্বন করতে হয়। যেমন— বাংলাদেশের উপজাতীয় সম্প্রদায় পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। পক্ষান্তরে, সংঘ সংগঠিত হওয়ার জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার প্রয়োজন নেই। যেমন— ব্যবসায়ীদের সংঘ। সম্প্রদায় একটি স্থায়ী গোষ্ঠী কিন্তু সংঘ স্থায়ী গোষ্ঠী নয়। সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায় না। অন্যদিকে,

একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায়। সম্প্রদায় কোনো সংগঠনের অধীন নয়। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের অধীনে একটি সংগঠন হলো সংঘ। সম্প্রদায়ের মৌলিক ভিত্তি দুটি। যথা— i. এলাকা ও ii. সম্প্রদায়গত মানসিকতা। অপরপক্ষে সংঘের কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। সম্প্রদায় একটি অকৃত্রিম সংগঠন। তাই এর গতিপথে কৃত্রিমতার কোনো দেয়াল নেই। অন্যদিকে সংঘ একটি কৃত্রিম সংগঠন। এর গতিপথ আনুষ্ঠানিকতায় অবতীর্ণ। একই ব্যক্তি একাধিক সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে না। কিন্তু একজন ব্যক্তি একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারে। প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে সম্প্রদায়ের সদস্য হয়। অপরদিকে মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংঘের সদস্য হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ই উভয়ের পরিপূরক। যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ সেহেতু উভয়েরই গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ৫ উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে রূপ্তী একটি কোম্পানিতে রিসিপশনিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকা এবং নিজেকে আরও যোগ্য করে তোলার প্রত্যয় নিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কোর্সে ভর্তি হন। কোর্সটি সম্পন্ন হলে রূপ্তী ঐ কোম্পানিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ফলে তার আর্থসামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।

◀ শিখনফল-৯

- ক. সামাজিক গতিশীলতা কত প্রকারের হয়ে থাকে? ১
- খ. স্তরবিন্যাস বলতে কী বোঝ? ২
- গ. সমাজ পরিবর্তনে রূপ্তীর ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি মূলত কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়ের পেছনে যে কারণসমূহ কাজ করে, তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক গতিশীলতা দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

খ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির উঁচু-নিচু অবস্থান বা বিন্যাসব্যবস্থা।

স্তরবিন্যাস বলতে বোঝায় যেখানে স্তরগুলো সজ্জিত বা বিন্যস্ত। সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়, যদিও এর ধরন সমাজভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক স্তরবিন্যাস একট সর্বজনীন ঘটনা এবং সামাজিক ব্যাপার।

গ সমাজ পরিবর্তনে রূপ্তীর ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা মূলত সামাজিক গতিশীলতা।

সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি সমাজের উচ্চপদস্থানে আসীন হতে পারে আবার পদস্থান হারিয়ে নিচেও নামতে পারে। মোটকথা, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা। যখন ব্যক্তি বা দল একটি সামাজিক মর্যাদা থেকে

শিক্ষা, সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে অন্য সামাজিক মর্যাদায় চলে যায় তখন তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি। সম্পদ, ক্ষমতা, বংশমর্যাদা, পেশা, শিক্ষা এসবের ভিত্তিতে সমাজে স্তরবিভাগ দেখা যায়। মানুষের এ স্তরবিভাগ চিরস্থায়ী নয়। এ স্তর পরিবর্তনের ফলে উচ্চস্তরের মানুষ নিম্নস্তরে, আবার নিম্নস্তরের মানুষ উচ্চস্তরে যেতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপ্তী একটি কোম্পানিতে রিসিপসনিস্ট ফর্ম অপারেটরের চাকরি নেয়। পরবর্তীতে সে চাকরির পাশাপাশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কোর্সে ভর্তি হয়। বিবিএ পাস করে সে ঐ কোম্পানিতে এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হিসাবে পদোন্নতি লাভ করে। এর ফলে তার আর্থ সামাজিক মর্যাদাও বাড়ে। অর্থাৎ রূপ্তীর সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তিত হয়ে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। যা সামাজিক গতিশীলতাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত বিষয় তথা সামাজিক গতিশীলতার পেছনে কয়েকটি কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শিল্পায়নের প্রভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মান বেড়ে যায়। সমাজে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে মানুষ কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা রাখতে পারে না। শিল্পভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় তার অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে তার পেশা, মূল্যবোধ ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটে। এভাবে শিল্পায়নের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ছে। নগর মানসিকতা নগরবাসীর কাজ-কর্মে-আচরণে-চিন্তায় এক কথায় মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীর আর্থ-সামাজিক তথা মর্যাদাগত পরিবর্তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ে।

শিক্ষা মানুষের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়ায়। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে এসে বসবাস করে। বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে এসে বাস করে। এক পেশা বা মর্যাদা থেকে অন্য পেশা বা মর্যাদায় তাদের উত্তরণ ঘটে। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

সমাজব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাব্যবস্থার অনবরত পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচরণবিধি, চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনের স্বার্থেই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এভাবে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, সকল দেশের সমাজব্যবস্থায় সামাজিক গতিশীলতার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।